



মহালয়ার পূর্ণাষ্প্রভাতে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করা হয় আগরতলায় লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি দিঘি-সহ বিভিন্ন জায়গায়। এদিন ভোর থেকেই অগণিত ভক্তদের উপস্থিতি ছিল এই দিঘিতে। বিগত বছরে করোনা পরিস্থিতিতে কিছু বাধা নিষেধ থাকলেও এই বছর কোনও বাধা ছিল না। তাছাড়া পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ একটি চিরাচারিত, ঐতিহ্যময়, পরম্পরাগত আয়োজনও। মহালয়ার দিন আগরতলায় তর্পণের পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন মন্দিরে পূজোর্চনাও। এদিকে, প্রতি বছরের মতো এবারও মহালয়ার পূর্ণ তিথিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের পথসঞ্চলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে আগরতলায় প্রশাসনের বিধি নিষেধ থাকায় এবার এই সঞ্চলনটি অনুষ্ঠিত হয় বামুটিয়া বিধানসভায়। গান্ধীগ্রাম থেকে গুরু হওয়া এই পথসঞ্চলন শেষ হয়েছে দুর্গাবাড়ি মাঠে। স্বয়ংসেবকদের তরফে এই সংবাদ জানানো হয়।



এদিন ভোর থেকেই অগণিত ভক্তদের উপস্থিতি ছিল এই দিঘিতে। বিগত বছরে করোনা পরিস্থিতিতে কিছু বাধা নিষেধ থাকলেও এই বছর কোনও বাধা ছিল না। তাছাড়া পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ একটি চিরাচারিত, ঐতিহ্যময়, পরম্পরাগত আয়োজনও। মহালয়ার দিন আগরতলায় তর্পণের পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন মন্দিরে পূজোর্চনাও। এদিকে, প্রতি বছরের মতো এবারও মহালয়ার পূর্ণ তিথিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের পথসঞ্চলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে আগরতলায় প্রশাসনের বিধি নিষেধ থাকায় এবার এই সঞ্চলনটি অনুষ্ঠিত হয় বামুটিয়া বিধানসভায়। গান্ধীগ্রাম থেকে গুরু হওয়া এই পথসঞ্চলন শেষ হয়েছে দুর্গাবাড়ি মাঠে। স্বয়ংসেবকদের তরফে এই সংবাদ জানানো হয়।

## কৃষক সভার শোক প্রকাশ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ অক্টোবর ।। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সরযুদত্তের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। গত ৫ অক্টোবর শেষ রাতে স্থানীয় আইজিএম হাসপাতালে দশ দিন লড়াই করে হার মানেন নারী নেত্রী সরযু দত্ত। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। রাজ্যের কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত বীরেন দত্তের সহধর্মিণী হিসেবে ত্রিপুরায় আসার পর তিনি নারী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে নিজেকে যুক্ত করে নেন। ১৯৪৭ সালে অবিলম্বে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হবার পর তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন। তৎকালীন রাজ্য শাসিত ত্রিপুরায় চলাছিল জনগণের ওপর নির্মম অত্যাচার ও অনাহার। সেই সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সামনে রেখে বীরেন দত্তের সঙ্গে ও অন্যান্য নেতৃত্বের সাথে তিনি মানুষের

পাশে গিয়ে দাঁড়ান। জাতি উপজাতিদের সম্মীলিত রক্ষায় সরযু দত্তের অবদান অগ্রগণ্য। ১৯৫১ সালে সিমনার দারোগামুড়ার ইরাণি তুইছা গ্রামে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রথম সম্মেলনেই রাজ্যের সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৮০ সালের জাতি দাঙ্গার সময় বিভিন্ন শিবিরে ও দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে সাহসিকতার সাথে অসাধারণ কাজ করেছিলেন। সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি তার সেই কর্মকাণ্ডকে স্মরণ সাথে স্মরণ করছে। সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি মনে করে প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার অধিকারিণী ও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগঠনের সদস্য হিসেবে থাকা সরযু দত্ত রাজ্যের নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ হয়ে সকলের হৃদয়ে চির স্থায়ী হয়ে থাকবেন। একই সাথে শোকহত পরিবারের প্রতি রাজ্য কৃষক সভা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। সারা ভারত কৃষক সভার তরফে রাজ্য সম্পাদক পত্রিকার এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানান।

আজ রাতের ওষুধের দোকান  
নর্থ ইস্টার্ন হাউজ  
৯৮৬৩৮৫৫৮৮৮

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেঘ** : অহেতুক মাথা গরম করে নানা ব্যাংমেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে নোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাহ ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে।  
**বৃষ** : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফটোকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ।  
**মিথুন** : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতি কাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার। ব্যবসায়স্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে।  
**কর্কট** : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল রোগামুটি সম্ভাব্যজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ব্যামেলায় সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।  
**সিংহ** : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।  
**কন্যা** : শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসারের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কিছুটা ব্যামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।  
**তুলা** : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোগামুটি সম্ভাব্যজনক। মানসিক

অবসান থেকে কিছুটা মুক্তি। কর্মস্থল নির্বঞ্চিত কাটবে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ করছে। সাফল্যের পথে কোনও বাধা থাকবে না। শত্রু হ্রাস পাবে। গৃহ পরিশেষে অনুকূল থাকবে।  
**বৃশ্চিক** : শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া দরকার। সম্মানহানির সম্ভাবনা আছে দিনটিতে। তাই চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে। শুভ শ্রুতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকতে হবে।  
**ধনু** : দিনটিতে জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। মানসিক দিকও ভালোই যাবে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। তবে স্বাস্থ্য গোলাযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে চলবেন। ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে।  
**মকর** : দিনটিতে মাথা ঠান্ডা রেখে চলবেন। কর্মক্ষেত্রে উপরওয়াল ও সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে মিশে চলুন। আর্থিক দিনটা খারাপ নয়। তবে ব্যয় পরিহার করুন। বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন না।  
**কুম্ভ** : স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও ভালোই যাবে। বন্ধু থেকে উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ব্যামেলা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ হবে না।  
**মীন** : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে একটি দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের শান্তি বিঘ্ন হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।

# তৃণমূলের স্টিয়ারিং সুবলের হাতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর ।। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে চেয়ারপার্সন মমতা ব্যানার্জী ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের স্টেট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেছেন। একই সাথে রাজ্য যুব কমিটিও গঠন করা হয়। তৃণমূলের স্টেট স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার সুবল ভৌমিক। কমিটির অন্যান্যরা হলেন, সুস্মিতা দেব, প্রকাশ চন্দ্র দাস, আশিস লাল সিং, কৃষ্ণধন নাথ, ড. দেবরত দেবরায়, আব্দুল বাসিত খান, ত্রিদিব দত্ত, সম্পা দাস, কল্পমোহন ত্রিপুরা, মামন খান, নীলকান্ত সিনহা, শমিষ্ঠা দেব সরকার, রবি চৌধুরী, শিবানী সেনগুপ্ত, ইন্ড্রিস মিয়া, অঞ্জল চক্রবর্তী, অনিতা দাস, মৌলিনী জমাতিয়া। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের



ক্ষমতায় বসবে মা-মাটি মানুষের দল। তিনি এও দাবি করেন, মানুষ ভালো নেই এই রাজ্যে। তৃণমূল শান্তির প্রতীক, উন্নয়নের প্রতীক। ২০২৩ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় বসে এই রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। এবং সুবল ভৌমিকের বাড়ির পাশাপাশি বাপ্টু চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে আগরতলায় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের আয়োজন করা হয়। বাপ্টু চক্রবর্তী এবং সুবল ভৌমিক দুজনই কর্মীদের কাছ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণের পাশাপাশি সকলকে নিয়ে একাবদ্ধ লড়াই করার ডাক দিয়েছেন। সুবল পালন করবেন। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই জারি রাখবেন। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে রাজ্যের ক্ষমতা থেকে সরাবেন। তার পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, ২০২৪ সালে দিল্লির

সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেস। ত্রিপুরায় নতুন করে দল তাদের শক্তি বাড়িয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রাজ্যে বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব প্রায় প্রতিদিন ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকেন। নজরদারি রাখছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বও। কোনও করে স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের পর কাঙ্ক্ষিত হলেও রাজনৈতিক শক্তি বাড়িতে ছাত্র যুবক সব অংশের মানুষকে নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেস একাবদ্ধ লড়াই জারি রেখেছে। আগামীদিনে লড়াই আরও বেশি তেজস্বী হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন। সেই বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব গোটা রাজ্য চ্যে বেড়াচ্ছেন। সুবল ভৌমিককে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন করে শক্তি

বড়ানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে। মামন খান, বাপ্টু চক্রবর্তী, আশিস লাল সিং, কিংবা সুস্মিতা দেবরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিদিন অন্যান্য দল থেকে কর্মীদের তৃণমূলে शामिल করার কাজ চলছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ত্রিপুরায় নতুন করে স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের পর কাঙ্ক্ষিত হলেও রাজনৈতিক শক্তি বাড়িতে ছাত্র যুবক সব অংশের মানুষকে নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বৈঠক হয়েছে বলে খবর। সুবল ভৌমিকের বাড়ির পাশাপাশি আরও একটি জায়গাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল আগরতলায় এখন সাংগঠনিক তৃণমূলের নেতৃত্বদের জন্য হোটেল কিংবা বিভিন্ন জায়গা চাওয়া হলে অনুমতি পাওয়াচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আগরতলায় হোটেলগুলোতে

তৃণমূল নেতাদের নিয়ে কি ধরনের টানা হাচড়া হয়েছে তা তো সকলেরই জানা। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে বিজেপিকে একটা বিরাট অংশ গোপনে কাজ করছে বলে তৃণমূল নেতাদের দাবি। তৃণমূল নেতৃত্ব প্রায়শই একটি কথা বলে আগরতলা এবং অন্যান্য জায়গার বিজেপি নেতৃত্ব তাদের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলেই একটি জায়গাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল আগরতলায় এখন সাংগঠনিক তৃণমূলের নেতৃত্বদের জন্য হোটেল কিংবা বিভিন্ন জায়গা চাওয়া হলে অনুমতি পাওয়াচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আগরতলায় হোটেলগুলোতে

দাস এবং এসএম দাস। আরও বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব কলকাতায় অবস্থান করছেন। সবাই রাজ্যে ফিরে এলে তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও বেশি মানুষের কাছে কর্মসূচি নিয়ে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন নেতৃত্বদ। সুবল ভৌমিকের অভিযোগ, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। মানুষ এর বলে আগরতলা এবং অন্যান্য জায়গার বিজেপি নেতৃত্ব তাদের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলেই একটি জায়গাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল আগরতলায় এখন সাংগঠনিক তৃণমূলের নেতৃত্বদের জন্য হোটেল কিংবা বিভিন্ন জায়গা চাওয়া হলে অনুমতি পাওয়াচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আগরতলায় হোটেলগুলোতে

## শম্ভুনাথ ভট্টাচার্যের স্মরণ সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ অক্টোবর ।। গত রবিবার ধর্মনগরে প্রয়াত কর্মচারী নেতা শম্ভুনাথ ভট্টাচার্যের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। টিজিটি'এর হলঘরে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় তার কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। গত ১২ সেপ্টেম্বর শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য প্রয়াত হয়েছিলেন। একজন সফল শারীর শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। পাশাপাশি শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলনের পরিচিত মুখ ছিলেন।

## নতুন সম্পাদক হলেন মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ৬ অক্টোবর ।। মঙ্গলবার সিপিআই(এম) অমরপুর পশ্চিমাঞ্চল ১ম অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দশরথ দেব স্মৃতি ভবনের হলঘরে নির্মল দাস ক্ষেত্র অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। দুর্গোৎসব উপলক্ষ করে প্রতিনিধিরা এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত হন। সম্মেলনের শুরুতে প্রত্যেক উত্তেলন করেন পার্টির মহকুমা সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক পরিমল দেবনাথ। শহিদ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি করেন পরিমল দেবনাথ সহ পার্টি নেতা প্রহ্লাদ পাল, মানিক ঘোষ, বাসনা দাস, মানিক দে, নিতাই সরকার, শিমুল চক্রবর্তী প্রমুখ। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে লাল পতাকায় সেজে উঠে দশরথ দেব স্মৃতি ভবন প্রাঙ্গণ। সম্মেলনে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন নিতাই সরকার। উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন পরিমল দেবনাথ। এদিন প্রতিবেদন পেশ করেন মানিক দে। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পার্টির জেলা কমিটির সদস্য প্রহ্লাদ পাল। সম্মেলন থেকে ১৭ জনকে নিয়ে ১ম পশ্চিমাঞ্চল কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন মানিক দে।

## পদত্যাগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর ।। লোক আদালতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন এসএম দাস। তিনি তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ত্রিপুরা স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সদস্য সচিবের কাছেও। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, লোক আদালতের চেয়ারম্যানের ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে উনার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। কিন্তু তার আগেই এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার বিষয়টি গুজনের সৃষ্টি করেছে। গত ১ অক্টোবর তিনি তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন সদস্য সচিবের কাছে। এদিকে ত্রিপুরা প্রশ্নে যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ দাসও তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন সর্বভারতীয় সভাপতির কাছে।

## যুব নেতার হামলা, ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ অক্টোবর ।। বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের উপর আক্রমণকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। মূলত টিওয়াইএফ'র মহকুমা সম্পাদক সুবীর ত্রিপুরার উপর পদত্যাগী হামলার অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে বামপন্থী নেতারা। বুধবার টিওয়াইএফ এবং এআইকেএস'র পক্ষ থেকে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। তারা সুবীর ত্রিপুরার উপর

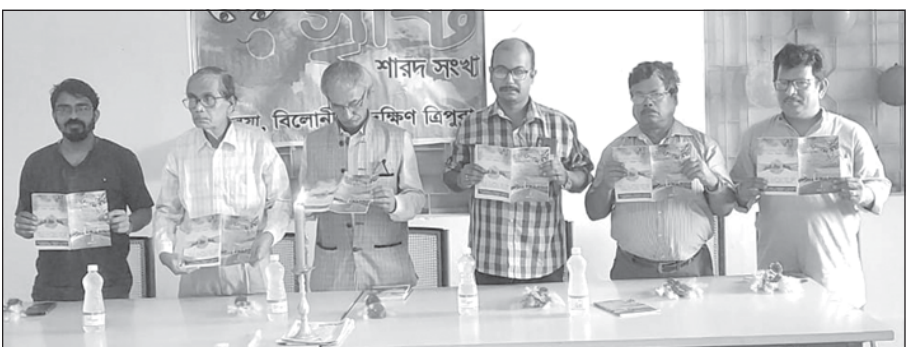
হামলার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গত ৬ অক্টোবর ভাতখলা বাজারে দুপুর দেড়টা নাগাদ সুবীর ত্রিপুরার উপর হামলা সংঘটিত হয়েছিল। এদিনের ডেপুটেশনে মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে জানানো হয়েছে, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার ক্রমশ অবনতি ঘটছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউই নিন্দার পাত্রে পড়েছে না। তাই বিভিন্ন ঘটনার অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান তারা।

## ৭৮ দিনের বোনাস পাচ্ছেন রেলের ১১ লক্ষ কর্মচারী

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর ।। পূজোর আগে ১১ লক্ষ কর্মচারীকে দীপাবলি বোনাস দিতে চলেছে ভারতীয় রেল। মোট ৭৮ দিনের বোনাস পাবেন তাঁরা। বুধবার রেল মন্ত্রকের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। জানানো হয়েছে, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রেলের ১১ লক্ষ নন-গেজেটেড কর্মচারী এই বোনাস পাবেন। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রেলের ১১ লক্ষ ৫৮ হাজার কর্মচারীকে ৭৮ দিনেরই বোনাস দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য খরচ হয়েছিল মোট ২ হাজার ৮১ কোটি

৬৮ লক্ষ টাকা। ২০২০ সালে রেল মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নেয় প্রতি মাসে সর্বোচ্চ সাত হাজার টাকা হিসেবে ৭৮ দিনে সর্বোচ্চ ১৭ হাজার ৯৫১ টাকা বোনাস হিসেবে দেওয়া হবে। সেই সিদ্ধান্তের কথাই বুধবার ঘোষণা করল কেন্দ্র। সাধারণত প্রতি বছর পূজোর আগে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের বোনাস দেয় ভারতীয় রেল। আরপিএফ ও আরপিএসএফ কর্মচারী বাদে বাকিদের এই বোনাস দেওয়া হয়। কত দিনের বোনাস দেওয়া হবে তার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে দেয় রেল মন্ত্রক। তারপরে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরে বোনাসের ঘোষণা করে রেল।

## সৃষ্টি'র নবম সংখ্যার প্রকাশ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ অক্টোবর ।। উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে লিটল ম্যাগাজিন সৃষ্টি'র নবম সংখ্যার আবেগ উন্মোচন করা হয়। মহালয়ার বিকেলে বিলোনিয়া

জনথহাঙ্গারে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাবন্ধিক হরিনারায়ণ সেনগুপ্ত, কবি কৃষ্ণ কুসুম পাল, অতিক কুমার দে, নাট্যকার অজিত কুমার দে, কবি চন্দন পাল এবং প্রতীম ভট্টাচার্য। শিল্পী হরিপ্রসাদ মজুমদার এবং

সুস্মিতা চক্রবর্তীর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন সৃষ্টি'র সম্পাদক শ্রীমান দাস। একে একে অন্যান্য অতিথিরাও বর্তমান সময়ে সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ক্রমিক সংখ্যা — ৩২১									
4	2	7						6	
			3	1	4			7	
5					2			3	
9	7			4	6	3			
	5	3		7					
	6		5					9	
	9			3			5	2	
3	2		4						
7	4	6	2	5				1	3